ভিতর আকাশ বাহির আকাশ
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা হসপিটালের ছশো তিন নম্বর কেবিনে শুয়ে সাগর আকাশ দেখছিল। এখান থেকে আকাশ ভালো দেখা যায় না।রাতে বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর লালবাতিগুলো জুলে টিপটিপ। একটার পর একটা, ওপর থেকে নীচে আবার নীরে থেকে ওপর --পর্যায়ত্র(মে জুলে যায় ওরা বিরামহীন। পেছনে অস্পষ্ট আকাশটা বিছানো থাকে। একটা মিশ্রিত আলো নাগরিক সভ্যতায় মাখামাখি হয়ে আকাশটার গায়ে লেপটে থাকে। নিত্য ব্যবহারে জীর্ণ কাঁথাকানির মতোন।
তার চৌত্রিশ বছরের জীবনে মৃত্যু - সন্নিকট মূহূর্ত থেকে ফিরে এসে সে এখন সয্যাশায়ী। কোমরের নীচ থেকে সম্পূর্ণ অসাড়তা জানান দিয়ে যায় তার নিম্নাঙ্গ বলে কিচ্ছু নেই। চাদরটা তুলে দেখতেও ভয় হয় তার। সে যদিও জানে -- তবু জানতে চায় না। অনেক সময় যেমন পুত্রের মৃত্যুসংবাদ মায়ের কাছে গোপন রাখা হয়। অথবা স্ত্রীর কাছে স্বামীর।
স্ত্রীর কাছে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখার কথা ভাবতেই তার মনে পড়ল ছোটমামার মৃত্যুর কথা। সেদিন সে অফিসে বসে কাজ করছিল। সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা পেরিয়ে ছটা ছুঁই ছুঁই। একটা টেলিফোন বেজে উঠল। ওপারে কাকীমার গলা। -- বুঝলি, খোকনহাওড়া স্টেশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কেউ ওকে মেডিকেলে নিয়ে গেছে। বোধহয় অফিসের লোকজন খবরটা দিয়েছে। তুই একটু দেখা করে আসিস। কোন্ ওয়ার্ডে, কত বেড নম্বর, কিচ্ছু বলতে পারল না।
---কি নাম বললেন, কে. কে ঘোষাল। ওনাকে তো মর্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
--- না, না, নিশ্চয় কিছু ভুল হচ্ছে আপনাদের। উনিতো একটু অসুস্থ --
--- হ্যাঁ, হ্যাঁ মশাই। ঐ নামে আজ একজনই এসেছিলেন। ম্যাসিড হার্ট অ্যাটাক। ট্যাক্সিওয়ালা পৌঁছে দিয়ে গেল। ব্রট ডেড কেস। কাল আসুন, দেখতে পাবেন। এখন সব বন্ধ।
ক্যালকাটা হসপিটালের ছশো তিন নম্বর কেবিনে শুয়ে সাগর আকাশ দেখছিল। এখান থেকে আকাশ ভালো দেখা যায় না।রাতে বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর লালবাতিগুলো জুলে টিপটিপ। একটার পর একটা, ওপর থেকে নীচে আবার নীরে থেকে ওপর --পর্যায়ত্র(মে জুলে যায় ওরা বিরামহীন। পেছনে অস্পষ্ট আকাশটা বিছানো থাকে। একটা মিশ্রিত আলো নাগরিক সভ্যতায় মাখামাখি হয়ে আকাশটার গায়ে লেপটে থাকে। নিত্য ব্যবহারে জীর্ণ কাঁথাকানির মতোন।
তার চৌত্রিশ বছরের জীবনে মৃত্যু - সন্নিকট মূহূর্ত থেকে ফিরে এসে সে এখন শয্যাশায়ী। কোমরের নীচ থেকে সম্পূর্ণ অসাড়তা জানান দিয়ে যায় তার নিম্নাঙ্গ বলে কিচ্ছু নেই। চাদরটা তুলে দেখতেও ভয় হয় তার। সে যদিও জানে -- তবু জানতে চায় না। অনেক সময় যেমন পুত্রের মৃত্যুসংবাদ মায়ের কাছে গোপন রাখা হয়। অথবা স্ত্রীর কাছে স্বামীর।
স্ত্রীর কাছে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখার কথা ভাবতেই তার মনে পড়ল ছোটমামার মৃত্যুর কথা। সেদিন সে অফিসে বসে কাজ করছিল। সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা পেরিয়ে ছটা ছুঁই ছুঁই। একটা টেলিফোন বেজে উঠল। ওপারে কাকীমার গলা। -- বুঝলি, খোকনহাওড়া স্টেশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কেউ ওকে মেডিকেলে নিয়ে গেছে। বোধহয় অফিসের লোকজন খবরটা দিয়েছে। তুই একটু দেখা করে আসিস। কোন্ ওয়ার্ডে, কত বেড নম্বর, কিচ্ছু বলতে পারল না।
---কি নাম বললেন, কে. কে ঘোষাল। ওনাকে তো মর্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
--- না, না, নিশ্চয় কিছু ভুল হচ্ছে আপনাদের। উনিতো একটু অসুস্থ --
--- হ্যাঁ, হ্যাঁ মশাই। ঐ নামে আজ একজনই এসেছিলেন। ম্যাসিড হার্ট অ্যাটাক। ট্যাক্সিওয়ালা পৌঁছে দিয়ে গেল। ব্রট ডেড কেস। কাল আসুন, দেখতে পাবেন। এখন সব বন্ধ।
সে কি করবে বুঝতে পারেনি। তবে কাকীমা যে বলল একটু অসুস্থ? অফিসের লোকেরা জানেনা কিছু! কেউ কি এসে খোঁজ নেয়নি! বাড়ীতে খবর দেয়নি? ছোটমাইমাকে---
চাকরী সূত্রে এখানে এসেছিল ছোটমামা। পার্লে প্রোডাক্টসের এরিয়া ফিল্ড ম্যানেজার। এখানে প্রোমোশন পেয়ে আসার আগে জিজ্ঞেস করেছিল কাকীমাকে। কোলকাতা অথবা বম্বে -- যেকোনো একটা জায়গা বেছে নিতে হবে। এমনিতে প্রবাসী বাঙালীর কোলকাতার এদিকে একটা টান থাকে। যদিও তার অন্য মামারা সবাই নাগপুরে সেটল্ড। তবু 'ছোড়দি'র কথা শুনে এখানে চলে এলো ছোটোমামা একবছর থাকার পর মাইমা আর মেয়েকেও নিয়ে এল। তাদের ভরসাতেই ছিল এতদিন। এখানে ভাড়া বাড়ী খুঁজে দেওয়া, গ্যাসের কানেকশন সব কিছু তারাই করে দিয়েছিল।
সেই ছোটোমামা আজ ....। ছোটমাইমাকে কি বলবে ভেবে উঠতে পারছিল না। বেসরকারী অফিস --- মাঝেমধ্যেই ট্যুরে যেতে হবে কিন্তু ট্যুরের কথাতো বলা যাবে না। ছোটমামা তো হুট করে কোথাও যায় না। বাড়ীতে বলেকয়ে রীতিমত প্রিপারেশন নিয়ে তবেই কোনো জায়গায় যায়। তবে কি বলবে সে! কিভাবে জানাবে মামাকে..... মানে, মামার বডিকে মর্গে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন সেটা শুধুমাত্র একটা দেহ। এ মাস অফ রটন ফ্লেশ! এছাড়া আর কিচ্ছু নয়। সুখ - দুঃখ, হাসি - কান্না, অনুভূতি - অভিমান - ভালোবাসা - উষ(তা সবকিছু ছাপিয়ে একদলা মাংস। দেহ অটুট থাকলেও দেহ অতিরিক্ত(আর কিচ্ছু নেই।
পরদিন ছোটোমামাকে মর্গ থেকে বার করা হল। একটা ট্রের মধ্যে শোয়ানো ছিল দেহ। লাল চেক শার্ট, সাদা ধবধবে প্যান্ট। ক্লিন শেভড্। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। একেবারে তরতাজা দেহ। শুধু প্রাণ নেই।
মর্গ থেকে বার করে পোস্টমর্টেমে নিয়ে যাওয়ার সময় ভ্যানগাড়ীতে তুলতে গিয়ে ছোটোমামার বাঁহাতটা লটপট করছিল। জোমেরা সেই অবস্থায় গাড়ীর দরজাটা ধড়াস্ করে বন্ধ করে দিল। সে চেঁচিয়ে বলতে গেল -- একটু আস্তে বন্ধ কর(ন। হাতটা চেপ্টে যাবে।
তার মুখ থেকে আহ্ করে একটু আওয়াজ বেরিয়েছিল শুধু। লোকদুটো লাল চোখে তাকিয়ে বিশ্রী হেসেছিল --- ইয়ে লাশ হ্যায় বাবু। অওর কুছ নেহী।
ছোটোমামা, তার আপন ছোটোমামা। এখন কেউ নয়!
তার কেটে বাদ দেওয়া পাদুটোর অবস্থা ও কি এমন হয়েছিল! সে জানে না।পায়েদের ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেওয়ার সাথে সাথে তাদের সৎকার কেমন করে হল! কেউ কি একটু সমবেদনা জানাল! অবশ্য যে যায় তাকে কেউ সমবেদনা জানায় না। যে থাকে, ওটা তার জন্য। একটু প্রলেপ। এখন তার শরীরে সেসব উষ(তার বিচ্ছেদ। তার জন্য সে কি কিছু করবে? অন্য কোনো ভাবনা! অথবা কোন এক গভীরতর সান্ত্বনায় থাকা। একটু অন্যতর উষ(তার জন্য! তার নিজের জন্য!
সে যখন কোমায় চলে গিয়েছিল একটু অদ্ভুত আবেশ যেন ভর করেছিল তার ওপর। একটা অসামান্য ভারহীনতা -- একদমমহাকাশে উড়ে যাওয়া যায় এমন পালক পালক দেহে সে ভেসে চলেছিল। নীচে, অনেক নীচে --- এই পৃথিবী। মেঝে, হসপিটালের বেড। আরো ওপরে পিচের ওপর নুড়ি বিছিয়ে দেওয়া ছাদ। গীর্জার চূড়া। সবুজ সবুজ মাঠ, নদী খেয়া নৌকা। আবার ডুবতে সে একেবারে থির জলের তলায়। সেখানে সূর্যের আলো অস্পষ্ট, ঘোলাটে। সেই গহীন জলের গভীরে মনখারাপেরা থাকে। নিস্তব্ধ কারাগার যেন।কোনো শব্দ নেই। শব্দহীন দৃশ্যাবলীরা শুধু পড়ে থাকে অনু(ণ। আবার ভারী হতে থাকে শরীর। একটা অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট। ডাক্ত(ার আবার তাকে ইঞ্জেকশন্ দেয়। পেথিড্রিন। সে ঘুমিয়ে পড়ে। চিন্তারা মশারীর ওপারে ঝাঁক বেঁধে থাকে। দেহ অথবা দেহ অতিরিক্ত(অন্য কিছু কি সুর(ার আশ্বাস পায়! সে জানে না।

সান্থাম্মা ঘরে ঢুকল। ক্যালকাটা হসপিটালে আসা অবধি তার দেখা সেরা নার্স। অসাধারণ একটা ভালোবাসা তাকে ঘিরে থাকে। চোখে একটা অদ্ভুত মায়ার চাহনি।

সহমর্মিতা দিয়ে এপার ওপার মোড়া। কোনো ফাঁক নেই। সে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল - এর ছবি দেখেনি। নাম শুনেছে। হয়তো তাঁকে এরকমই দেখতে ছিল। শুধু কি দেখা! তার অতিরিক্ত(আর কিছু নয়! একটু মায়া। মায়ার কি কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকে?

এখন সকাল। সান্থাম্মা ঘরে ঢুকে গুড - মর্নিং বলল। টেবিলে এনে রাখল তার টুথব্রাশ। টুথপেস্ট। সে বড় গামলায় জল নিয়ে আসে। মুখ ধোয়ার পরে তোয়ালে বাড়িয়ে দেয়। ট্যাবলেট দেয় দু-চার রকম। ডাক্ত(ারের নির্দেশ অনুযায়ী।

এসব কাজের অনেকটাই হয়তো তার করার নয়। মানে, এই কলকাতার মানুষদের যেমন অভিজ্ঞতা। এখানে নার্সরা শুধু ওষুধ দেয়। দরকার পড়লে ইঞ্জেকশন। এছাড়া ব্লাডপ্রেসার চেকআপ, জ্বর দেখা, এইসব। প্রায় ডাক্ত(ারী।

সান্থামা এরকম নয়। হয়তো এদেশী নয় বলেই। অথবা তার বিশেষ অবস্থার কারণেই। দুটোও হতেপারে। মোটকথা সে এমন নয়। তা সে যে কারণেই হোক।

কোমা অবস্থা থেকে রিকভারী হওয়ার পর তাকে এই বেডে দিয়েছিল এক সন্ধেয়। তার আশেপাশে পরিচিত কেউ নেই। সেদিন সান্থাম্মা এসেছিল। হাত রেখেছিল তার কপালে। সে চোখ মেলতেই দেখলো দুটি কাজল গভীর চোখ তার দিকেই তাকিয়ে আছে একান্ত মমতায়। সে হাসলো একটু কেউ কিছু বলল না। শুধু সে জানল কোনো এক স্থানে তার জন্যে একটুখানি মমতা সযত্নে রাখা আছে।

তার মনে পড়ে গেল সঙ্গীতার কথা। এমনই কালো হরিণ চোখের অধিকারিণী ছিল সে। কতদিন ঐ চোখের গভীরে সে ডুব দিতে চেয়েছে। আঁতিপাতি করে খুঁজে যাওয়া সেই সন্ধিৎসায় বুঁদ হয়ে থেকে যাওয়া দিনভর। সন্ধেয় কোনোদিন মিলেনিয়াম পার্ক অথবা নন্দন চত্বর। তারা কিন্তু অন্য পাঁচজনের মতো ছিল না। কোনো দেখানেপনা, আ(াদী - আ(াদী ভাবভঙ্গী ছিল না সঙ্গীতার ভেতর। তবু সেই চোখ তাকে টানতো ভীষণই। খুব কম কথা বলা মেয়ে। তার বন্ধুরা বলতো, বড্ড হিসেবী। হিসেব একটু থাকা ভালো। জীবনে ভালোভাবে কিছু উপভোগ করতে গেলে কেউ কেউ এমনই করে থাকে। এতে হঠাৎ করে জীবনটা ফুরোয় না। সময়মতো টেনে ধরা তার রাশ। আর গাঁজায় লম্বা দমের টানের মতো জীবনটা ফুকেঁ ফেলে দেওয়ার নয়। যারা সেটা ভাবে, তারা বোকা।

সে বোকাই ছিল। কখনো মেপেজুপে কিছু করতে শেখেনি। তার ধাতে ওসব ড়েই। মাসের প্রথমে সে বাবু। তখন কোনো কিছুরই খেয়াল নেই। খরচের উদ্দাম নেশায় তাকে পেয়ে বসতো। রাত্রে কড়া ড্রিঙ্কস, তারপর আরো বেশী রাত্রে বাড়ী ফেরা। বন্ধুরা বলতো চাকরী জীবন তোর পে(স্যুটেবল নয়।

--- কেন?

--- মাসমাইনের চাকরী। টাকা পেতে এক তারিখ। আবার একমাস কামাই নেই। খরচ করারও চান্স নেই। বরং ব্যবসা কর। এই যেমন ধর, প্রোমোটারী। দু'পয়সা আছে ওতে। তোর নেচারের সঙ্গে বেশ মানায়।

--- তখন আবার কিপটে হয়ে যাবো নাতো?

--- ধুর! তোকে আমরা খরচ করিয়ে ছাড়বো।

খরচ সে তো প্রায় হয়েই যাচ্ছিল। মাঝরাতে চলন্ত বাইকে বেপরোয়া লরীর ধাক্কা। লরীর ড্রাইভারও মাল খেয়েছিল বোধহয়। নাহলে.....

সঙ্গীতা হসপিটালে এসে জিজ্ঞেস করতে সাহস পায়নি। এই মেলামেশাটা বাড়ীর লোকে জানে না। জানলে কিছু কি বলত? তাও জানা নেই। তবু সে এল না। তবে খবর নিয়েছে নিয়মিত। তার বন্ধু সন্তুই তাকে বলেছে। হয়তো ধাক্কাটা সামলাতেপারবে না বলে। সেও কিপারছে? চাদরটা সরাতেপারছে কই!

সান্থাম্মার হাতটা সে একদিন চেপে ধরেছিল।

-- ডু ইউ নো দি মিনিং অফ ইয়োর নেম ইন বেঙ্গলী!

সে জানো না। মাথা নাড়ল।

--- মাদার ইউথ সিরিনিটি। শান্তম্ -- ইউথ এ গ্রেটপীস, কাম, কুল -- ইউথ ট্র্যাঙ্কুইলিটি। ইউ আর লাইক মাই মাদার। এ সেকেন্ড ওয়ান।

--- নো। হোয়াট ফর ইওর ওয়াইফ!

খুব ধাক্কা খেল সাগর। সঙ্গীতা। সে কি মায়ের মতো হতেপারে না।!

সে কাকীমার কাছে মানুষ। কোন ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছিল। লোকে বলে সে নাকি অপয়া। তার জন্মের পরেই মায়ের ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল। সে এখন ব্যাপারটা জানে। এক্লেমসিয়া।

সেই থেকে কাকীমাই তার মা। মুখে তাকে কাকীমা বললেও সে তাই মেনে এসেছে। আর তার মামা - মাসীরাও কাকীমার ভাইবোন। কিন্তু সঙ্গীতা! সে তো একান্ত আপন হতেপারে। 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' বৈষ(ব পদাবলী মনে পড়তেই তার মনে এল একি দৈহিক না দেহ - পরবর্তী ভালোবাসা! মায়ের কাছাকাছি থাকা যায় এই ভালোবাসায়! সঙ্গীতার কাছেও!

একটা গান তার প্রায়ই মনে আসে। ঠিক জানে না কথাগুলো। সে একদিন সঙ্গীতাকে শুনিয়েছিল।

---- ''আমার সারাটা দিন, বৃষ্টি - দুপুর তোমার দিলাম। শুধু সন্ধ্যাবেলাটুকু তেকামার থেকে চেয়ে নিলাম।''

চাওয়ার কি শেষ থাকে সঙ্গীতা! কোনো সন্ধেবেলা, একাকী, কেউ নেই। শুধু সন্ধ্যাতারা জ্বলে আকাশে। এখানে লালবাতিগুলো জ্বলে যায় টিপটিপ। আকাশ প্রদীপের মতো। নিরন্তর ওঠানামা ক'রে এক বহমান রক্ত(স্রোত প্রতী(ায় থাকে। বড়ো প্রবল, মহৎকিছুর জন্য।

সান্থাম্মা আসে না একদিন। তার ডিউটি বোধহয় পাল্টে গেছে। কতদিন অন্তর ওদের ডিউটিপাল্টায়? এখানে কোনো ক্যালেন্ডার নেই। তাহলে সে দাগিয়ে রাখত। কিছু নয় এমনিই, অথবা যে কটা দিন সে আসবে না, ঘুমের বড়ি খেয়ে পড়ে থাকতো নিঝ্ঝুম।

মানুষের সঙ্গে মানুষের কেন এমন সম্পর্ক হয়? সেই নিশ্চয়ই একটা পাগল। তাই এমন উল্টোপাল্টা ভাবে। অথচ সে কোনোদিন এমনভাবে ভাবতে চায়নি। সান্থাম্মাও তাকে কোনোদিন কোনোরকম প্রশ্রয় দেয়নি। নার্সিং করতে গিয়ে সে হয়তো সবাইকেই এমন করে। একটু মমতা। একটু দয়ালু হৃদয়।

কোনো এক জ্যোতিষী হাত দেখে তাকে বলেছিল। তার নাকি অনেক দূর বিয়ে হবে। সাউথ ইন্ডিয়া! কিন্তু সে তো সান্থাম্মাকে এমন চোখে দেখেনি। কোনো দৈহিকতায়! তবু এক মোহগ্রস্তের মতো টান কেন সে অনুভব করে বারে বারে!

ছোটোভাই বিকালে এসে খবর দেয় তাকে নিয়ে যাওয়া হবে মুম্বই। ওখানে জয়পুর ফুট লাগানো হবে তার। চেষ্টা তো করেদেখতে হবে একবার। তারপর যা থাকে কপালে।

সে যেতে চায় না। ভাই অবাক হয়। জীবনে বেঁচে থাকার যার এতো বাসনা -- এমনভাবে জীবন্মৃত হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা সে তো কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না। তবু এক দুর্বোধ্য কারণে সে কেন তার অসম্মতি জানায়!

ভাই জানায় তার কোম্পানী একটা স্পেশাল গ্রান্ট দিচ্ছে। ভালো প্যাকেজ। এমন সুযোগ বারবার নাও আসতেপারে? অনেক করে এম.ডি. কে ধরে ওটা আদায় করে গেছে। এখন রিফিউজ করলে সুযোগটাও যাবে, চাকরীটা যাওয়াও আশ্চর্যের নয়। কোম্পানীর খরচায় কাজটা হলে চাকরীটা বজায় থাকবে এটা নিশ্চিত। সে তাদের এইচ. আর . পলিসিই বলো, আর পাবলিসিটিই বলো।

সে বলে ভেবে দেখি দু - একদিন।

পরদিন ভোর ভোর সান্থাম্মা আসে। আজ তার শেষ দিন। চেন্নাইয়ের অ্যাপোলোতে জয়েন করবে। এমনিতে সে কথা বলে না বড় একটা। শুধু হাসে। আজ সে নিজেই বলল। দীর্ঘজীবন কামনা করল সাগরের। এতদিনে সে সাগরের নামের মানে জেনেছে।

--- সী, দি বিগ এন্ড ডীপ -- সো বিউটিফুল এন্ড জেনরাস -- হ্যাভ এ বিগ হার্ট -- এ্যান্ড স্প্রেড ইওর সেল্ফ টুড।
তার নাম রেখেছিল ঠাকুমা। অতশত ভেবে রাখেনি। সে বছর ঠাকুমা গঙ্গাসাগর মেলায় গিয়েছিল। মনে রাখার জন্য তার নাম সাগর রাখা। সে সাগরে ঝড় উঠল, তুফান হল কিনা অথবা তার অতলান্ত জলে কেউ ডুবে মরল কিনা সে সবের কে খবর রাখে।
--- উইল ইউ প্লিজ কাম টুমরো?
--- নো স্যার। টুডে ইজ্ মাই লাস্ট ডে।
--- দেন, ইন দি আফটারনুন?
--- ওকে, লেট মি সি।
দুপুরে ভাইকে বলে দিল সে। আজকেই রিলিজ নেবে। একটা খবরের কাগজ আনিস। বড়ো যদি ভেতরের গ্লাসি পাতাটা আনিস তো ভালো হয়।
--- কেন রে! ভেতরের পাতা দিয়ে কি হবে তোর। ও বুঝেছি। গ্ল্যামার গার্লদের চেহারা দেখবি। সেটাতো বাড়ী গিয়েই দেখতে পারিস। কয়েকদিন বাড়ীতে থেকে তারপর মুম্বই যাবো। এখানে ফালতু পয়সা গোনার কোনো মানে নেই।
--- তোকে যা বলছি, করবি। নাহলে আমি যাবো না।
--- ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। বাবুর তেজ দ্যাখো!
দুপুরে একটা বড়ো নৌকো তৈরী করল সাগর। ছোটবেলায় এমন কতো নৌকো তৈরী করেছে। বৃষ্টি এলেই চারদিক জল থইথই। তারা নৌকো ভাসাতো। বড়োছোটো। নানারকম নৌকো।
বিছানার পাসের টেবিলটায় সে নৌকোটা রাখল। কাউকে কিচ্ছু বলল না। সান্থাম্মা এসে দেখবে। একটা নৌকো। একটা খালি বিছানা তার পাশে। আর কেউ নেই। সে ভাবলো, নৌকোটা কি সে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে না মনের গভীরে! সেতো সাগর, নৌকো তো সেখানেই ভাসার কথা।
ছেড়ে গেলেও সে তো ছেড়ে যায় না। চাদরটা সরিয়ে কোমরের নীচের শূন্য দিকটায় সাগর তাকিয়েছিল।